অভিশপ্ত ইহুদি জাতির নব্য ইতিহাস

{প্রথম খণ্ড}

অনুবাদক

আব্দুল আউয়াল (আসিফ)

সম্পাদক

কাজী ম্যাক

বইপিয়ন প্রকাশনী

অভিশপ্ত ইহুদি জাতির নব্য ইতিহাস {প্রথম খণ্ড}

প্রকাশকাল	: আগস্ট, ২০২৩ ইং
স্বত্ব	: প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ	: মাহমুদুল হাসান ইরফান
প্রকাশনায়	: বইপিয়ন প্রকাশনী ৩৮ বাংলাবাজার, এন আলী রোড (দ্বিতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ ফোন: ০১৩২৭৪০২২২১
মূল্য	: ৩৫০ টাকা।

Abhisapt Ihudi Jatir Nabya Itihas by Quazi Mac
Published by Boipyon published: ২৫/০৮/২৩, Price: ৩৫০৳

ISBN: 978-984-96870-7-8

ঘরে বসে যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন:

www.Boipiyon.com	www.boibazar.com
www.Rokomari.com	www.wafilife.com
www.daraz.com.bd	www.kitabghor.com

পরিবেশক
দুর্বার শপ
৩৮ বাংলাবাজার, এন আলী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), ঢাকা-১১০০
জ্ঞানজ্যোতি প্রকাশনী

উপহার

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা ও শিক্ষক মন্ডলীবৃন্দ এবং আমার কাছের ভাই ও বন্ধুদের। এই মানুষ গুলো ছাড়া আমি আজ এইটুকু পর্যন্ত পথ আসা সম্ভবপর ছিলো না।

সূচিপত্র

১) শয়তানি রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ইহুদিদের কৌশল.....১১
২) ইহুদি জাতির উৎপত্তি.....৩৩
৩) প্রাচীন ইতিহাসে ইহুদিরা.....৪৮
৪) যীশু খ্রিস্টের প্যাশন.....৭৯
৫) ইহুদি এবং রিচুয়াল মার্ডার.....৯০

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে মুসলমান বানিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক হেদায়েতের রাহবার, রাসুলে আরাবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরিবার-পরিজন ও তারকাতূল্য সকল সাহাবায়ে কেরামের প্রতি।

আলহামদুলিল্লাহ। ' অভিশপ্ত ইহুদী জাতির নব্য ইতিহাস ' বইয়ের কাজটি অনেক দিন ধরে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। বিভিন্ন জটিলতার কারণে বইটি প্রকাশ করতে দেরি হচ্ছিল। কিন্তু মনের বাসনা ছিল বইটির যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার , কিন্তু কিছু ছোট মনের মানুষ এর জন্য কাজটি সহজ হয়ে উঠছিল না।

মহান রবের কাছে প্রার্থনা করেই চলেছিলাম এই কাজটি সহজ করে দেওয়ার জন্য।

আলহামদুলিল্লাহ বইয়ের কাজ যখন থেকে হাতে নিয়েছি তখন থেকেই পাঠক মহল থেকে বইটি প্রকাশনার জন্য বারবার তাগাদা আসতে থাকে, আমরাও পাঠকদের বারবার ঘুড়াতে থাকি আজ কাল বলে। কিন্তু সময় মতো প্রকাশ

করতে পারি নি, তাই আমাদের বিষয় টা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ রইল।

আমরা বইটি ছাপানো পূর্বে এর সংস্করনের কাজ শুরু করি এবং নির্ভুল করারও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও কোন প্রকার ভুল দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানানোর জন্য অনুরোধ রইলো।

ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের সর্বাত্মক চেষ্টা করবো।

আব্দুল আউয়াল (আসিফ)
দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স),
B.S.S (অনার্স) ও D.H.M.S (হোমিও.)

শয়তানি রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ইহুদিদের কৌশল

সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে মানবজাতির মাঝে একটি ব্যাধি আজও বিদ্যমান। শান্তি, যুদ্ধ ও যুদ্ধের গুজবগুলির বিস্তৃত ইতিহাসের প্রতাপশালী সকল সাম্রাজ্যকেই একের পর এক সে ব্যাধির পীড়ায় আক্রান্ত হতে হয়েছিল। সেই ব্যাধির নাম ইহুদি জাতি। যদিও এ পীড়াদায়ক ব্যাধি এখনো বিরাজমান, বহু লেখক এ সম্পর্কে নিজেদের কাগজ, কালি ও সময় ব্যয় করেছেন- তা সত্ত্বেও কী তাদের কেউ এই পীড়াদায়ক ব্যাধির উৎসের সন্ধান করতে পেরেছেন? যে কারা এই ইহুদি? কেনই বা তারা আজ এখানে? এর উত্তর তখনই দেয়া সম্ভব হবে যখন মানুষ তার পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে এ বিষয়ে চিন্তা করবে/চিন্তার জগতে প্রবেশ করবে। মানব ইতিহাসের প্রতিটি পাতাতেই রয়েছে সংঘাত, ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ, শাসক ও শাসিতের দ্বন্দ্ব।

আরো রয়েছে ভয়ানক গণহত্যার চিত্র। পন্ডিতেরা এই রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের কাঠগড়াতে দোষীরূপে একটি জাতিকে চিহ্নিত করেছেন। যে দেশ এ জাতিকে অতিথিরূপে বরণ করেছে, তারা সে দেশকেও জর্জরিত করেছে। ফলশ্রুতিতে, সে দেশগুলোও হয়তো এ জনগোষ্ঠীকে/জাতিকে বের করে দিতে নয়তো তাদের হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। এ জনগোষ্ঠী ভিন্ন কেউ/কোন জাতি নয়, এরা হলো ইহুদি জাতি।

পন্ডিতেরা এ সংঘর্ষের ইতিহাসের পেছনে যে ইহুদি জাতিকে দায়ী করেছেন তা নিয়ে সাধারণ শ্রেণীর মাঝে একটি ভুল বুঝাবুঝি থাকতে পারে। কেননা, বিভিন্ন দেশেই সংঘাত সৃষ্টিকারী দল রয়েছে। তবে সেসব সংঘাতকারী দল ও ইহুদিদের পার্থক্য হলো, সংঘাতকারীদের ইতিহাসে সমাধান প্রচেষ্টার একটি অধ্যায় দেখা যায় যা ইহুদি জাতির ইতিহাসে অনুপস্থিত। ইহুদীদের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষ্যণীয়।

প্রথমত: কোন দেশ তাদের সাথে সমাধানে পৌঁছাতে পারেনি। দ্বিতীয়ত: কোন দেশ তার নিজস্ব ভূখণ্ড থেকে তাদেরকে স্থায়ীভাবে দমন করতে পারেনি। আশ্চর্যজনকভাবে যে দেশ থেকেই তারা বহিষ্কৃত হয়েছে কয়েক বছরের মধ্যেই তারা আবার ইচ্ছাকৃতভাবে সেখানে ফিরে এসেছে। তারা যেভাবে বারবার ফিরে এসে নিজেদের বিপদে ফেলেছে, অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রে এমনটা দেখা যায় না। তাদের এই উদ্ভট আচরণের রহস্য কী?

ইহুদিরা যে বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে সে বৈশিষ্ট্যকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে প্রলোভন তাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এ বিশ্বে প্রত্যেকটি মানুষ জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে শয়তানি প্রলোভনের শিকার হয়। এক শয়তানি শক্তি আনন্দ ও ক্ষমতার মিথ্যে প্রাসাদ দেখিয়ে লোভাতুর ব্যক্তিকে বলে "এই সব এবং এর চেয়েও বেশি তোমার হবে যদি তুমি আমাকে মান্য করো"।

এভাবেই শয়তানপূজারী ইহুদীরা/শয়তানি বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্বকারী ইহুদি জাতি বিশ্বময় এক শয়তানি মায়াজাল তৈরির কাজ করে গেছে। ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী যারাই শয়তানি এ মায়াজালের ভ্রমে পড়ে নিজেদের সর্বস্ব শয়তানি সাম্রাজ্যের জন্য লুটিয়েছে, তাদের মাঝে অনেকেই ক্ষমতা ও সম্পদের আধিপত্য অর্জন করেছে। এরা হলো ইহুদিদের হয়ে কাজ করা শয়তানের

সোলজার। যেমন উইনস্টন চার্চিল[1] (ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ১৯৪০-৪৫ ও ১৯৫১-৫৫) ছিলেন বার্নার্ড বারুচ এর কাঠপুতলি, রুজভেল্ট (৩২তম মার্কিন রাষ্ট্রপতি ১৯৩৩-৪৫) ছিলেন বেলা মসেকুইটজ এর ভৃত্য এবং জোসেফ স্ট্যালিন (সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রধান, ১৯২৪-৫৩) ছিলেন কাগানোভিচ এর শয়তানি অস্ত্র। তাদেরকে পার্থিব চাকচিক্যের প্রলোভন দেখানো হয়েছে এবং সেই প্রলোভনের খপ্পরে পড়ে এইসব লোকেরা তাদের নিজেদের জনগণকে ইহুদীদের দাসত্বের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তাদের এই চুক্তির কারণে বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখেছিল পৃথিবীবাসী, পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব সর্বত্রই কেঁপেছিল তাদের বানানো বোমার বিস্ফোরণে। নৃশংসতার শিকার হয়েছে কোটি মানুষ, ইহুদীদের বলি হয়েছে লক্ষাধিক প্রাণ।

চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনেরা আজ নেই। তবে পৃথিবীব্যাপী ইহুদিদের অদৃশ্য রাজত্ব আজো রয়ে গেছে। "সমস্ত ক্ষমতা হচ্ছে

1

উইনস্টন চার্চিল

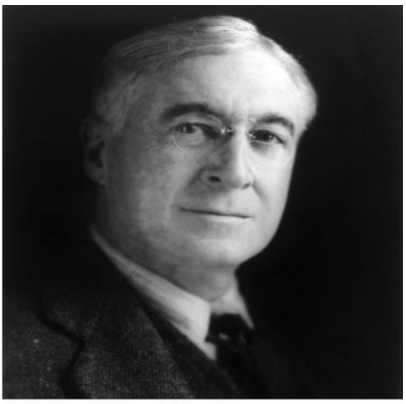

বার্নার্ড বারুচ

ইহুদীদের" -এই শয়তানি চুক্তিতে স্বাক্ষর করাই যে ছিল জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল, তা হয়তো অন্তিমক্ষণে এসে চার্চিলেরা বুঝতে পেরেছিলেন। হয়তো বা তারা মৃত্যুর পূর্বেই নিজেদের জন্য নরকের দরজা খুলতে দেখে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, কিছু যুবতী নারী ও হুইসিকর বোতলের বিনিময়ে নিজ জাতির সওদা করাটা কত বড় মহাপাপ!

এটা নতুন বা আশ্চর্যের কিছু নয় যে, ৫০০০ বছর ধরে রাজনৈতিক নেতারা ইহুদীদের চটুল বক্তব্য শুনে আসছে এবং তাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন সময় নিজেদের জাতিকে ইহুদীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। সামান্য অনুসন্ধানেই আমরা ইহুদীদের প্রকাশনা থেকেই জুলিয়াস সিজার সম্পর্কে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য বের করতে পেরেছি যে জুলিয়াস সিজারের[2] মৃত্যু হয়েছিল তার নিজ সিনেটরের হাতে। কারণ তিনি নিজ লোকেদের

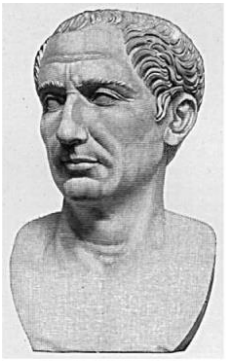

2 জুলিয়াস সিজার

ইহুদি জিম্মায় দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তার মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পর ইহুদীরা সে জায়গায় বিলাপ করতে জড়ো হয়েছিল যেখানে তিনি নিহত হয়েছিলেন।

যাইহোক, যুগ থেকে যুগান্তর এই একই নোংরা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে (অর্থাৎ ইহুদি জাতি কর্তৃক মায়াজালে বিশ্বনেতাদের বশ করে ফেলা এবং বিশ্বনেতাগণ কর্তৃক জনগণকে ইহুদী দাসত্বের দিকে ঠেলে দেয়া) এর বিপরীতে সত্য ধর্মের বার্তাবাহক ধর্মীয়নেতাদেরও বার্তা ছিল একই। যেমনটা যীশু বলে গিয়েছেন, "true away from Satan and follow me" যার অর্থ হচ্ছে শয়তানের দাসত্ব থেকে ফিরে এসো এবং আমার অনুসরণ করো। এই বাক্যটি খুবই সরল কিন্তু এই সাতটি শব্দ মানব জাতির গোটা জীবনব্যবস্থার মূলমন্ত্র। এ সরল বাক্যটি অনুধাবন করতে লক্ষ লক্ষ লোক অক্ষম হয়েছে এবং আত্মার মুক্তি লাভ করা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করেছে।

কেন এমনটা হলো? এর জবাব হলো ইহুদিরা বিভিন্ন ব্যাপারে গোলমাল পাকিয়ে আস্থাহীন করে দিতে বেশ অভিজ্ঞ। যীশুর মুক্তির বাণী যখন হাজার হাজার মানুষকে তাঁর অনুসারী হতে আকৃষ্ট করেছিল তখন সূচক্রী ইহুদীরা তাদের চক্রান্তের ধারা পাল্টে ফেললো। তারা যীশুর বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং সুকৌশলে গোটা বিশ্বে রটিয়ে দিল যে যীশু নিজেই ছিলেন একজন ইহুদি। সুতরাং ইহুদীরা যা আদেশ করবে তা পালন করলেই প্রকৃত খ্রিস্টান হওয়া